ইউনিট ১০

সার্বভৌমত্ব

ভূমিকা

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের এমন এক ক্ষমতাকে বুঝায় যার ঊর্ধ্বে আর কোন ক্ষমতা নেই। উইলোবির মতে "রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছাই সার্বভৌমত্ব।" সার্বভৌমত্ব হল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, স্থায়ী, অবিভাজ্য, অহস্তান্তরযোগ্য এবং সার্বজনীন ক্ষমতা। এ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আদেশ দান করে এবং প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা আনুগত্য আদায় করে। মধ্যযুগে সার্বভৌমত্বের ধারণা সৃষ্টি হয় এবং আধুনিকযুগে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়। প্রকৃত সার্বভৌমত্ব, নামমাত্র সার্বভৌমত্ব, বাস্তব সার্বভৌমত্ব, আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্ব, আইনগত সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এগুলি সার্বভৌমত্বের বিভিন্নমুখী প্রকাশ। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের সার্বভৌমত্ব কথাটি সকলের নিকট পরিচিত। জনগণই শাসক নির্বাচন করে, শাসক পরিবর্তন করে এবং প্রয়োজনে উৎখাত করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যেহেতু জনগণের শাসন সেহেতু রাষ্ট্রীয় সকল ব্যবস্থায় নাগরিকদের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং জনগণের নিকট শাসকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এই ইউনিটে সার্বভৌমত্ব কাকে বলে, এর বিভিন্ন রূপ, এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব, মতবাদ এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ- ১ : সংজ্ঞা, বিকাশ, বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন রূপ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- সার্বভৌমত্বের ধারণার বিকাশ কিভাবে হয়েছে তা বলতে পারবেন।
- সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার অর্থ এবং এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- নামসর্বস্ব ও কার্যকর সার্বভৌমত্বের অর্থ এবং এ দুটির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- আইনগত সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অর্থ এবং এদের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

১০.১.১ সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা

সার্বভৌমত্ব বা সার্বভৌমিকতা (Sovereignty) বলতে রাষ্ট্রের এমন এক ক্ষমতাকে বুঝায় যার উর্ধ্বে আর কোন ক্ষমতা নাই। অর্থাৎ রাষ্ট্রের চরম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাই সার্বভৌমত্ব। এ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র সমস্ত ব্যক্তি ও ব্যক্তিদের সংঘ ও প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা দিয়ে জ্যাঁ বোদা বলেন, "এটি নাগরিক ও প্রজাদের উপর আরোপিত এমন সীমাহীন ক্ষমতা যা আইনের দ্বারা বাধাগ্রস্ত নয়।" অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব এমন এক ক্ষমতা যা আইনের ঊর্ধ্বে। উইলোবি বলেন, "রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছাই সার্বভৌমত্ব।" অধ্যাপক বার্জেস বলেন, "প্রত্যেক প্রজা ও সংঘের উপর মৌলিক, চরম ও সীমাহীন ক্ষমতাকে সার্বভৌমত্ব বলে।" সার্বভৌমত্বের একত্ববাদের সমর্থক জন অষ্টিন সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, "যদি কোন সুনির্দিষ্ট উচ্চ মানবীয় কর্তৃপক্ষ অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অভ্যস্ত না হন বরং সমাজের অধিকাংশ

জনগণের নিকট থেকে স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করেন তবে সেই নির্দিষ্ট উচ্চ কর্তৃপক্ষ সেই সমাজে সার্বভৌম এবং উক্ত সার্বভৌমকে নিয়ে গঠিত সমাজ হল রাজনৈতিক ও স্বাধীন।"

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, স্থায়ী, অবিভাজ্য, অহস্তান্তরযোগ্য এবং সার্বজনীন ক্ষমতা। এ ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র তার অধীন সকলকে আদেশ ও নির্দেশ দান করে এবং সকলের নিকট হতে আনুগত্য লাভ করে।

১০.১.২ সার্বভৌমত্বের ধারণার বিকাশ

প্রাচীন কালে রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারণা পরিষ্কারভাবে লক্ষ করা যায় না। সার্বভৌমত্বের ধারণা মধ্যযুগে আত্মপ্রকাশ করে এবং আধুনিক যুগের শুরুতে পরিপূর্ণতা অর্জন করে। মধ্যযুগে ইউরোপে রাজা ও পোপের লড়াইয়ে রাজা জয়ী হলে বণিকগণ তাদের ব্যবসায়ের নিরাপত্তার জন্য রাজার প্রতি আনুগত্য দিতে আরম্ভ করে, ফলে রাজার শক্তি বৃদ্ধি হয়। নবজাগরণের ফলে সাম্রাজ্যের পরিবর্তে রাজাদের কর্তৃত্বে বেশ কয়েকটি জাতীয় রাষ্ট্রের সূচনা হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে টিউডর রাজবংশ, স্পেনে পঞ্চম চার্লস এবং ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই এর কর্তৃত্বাধীনে চরম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে এ সময়ে রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠে। তবে ঐ সময়ে সার্বভৌমত্ব বলতে শাসক বা রাজার চরম ক্ষমতাকে মনে করা হত। পরবর্তীতে লক ও রুশোর লেখনীতে যথাক্রমে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ও গণসার্বভৌমত্বের ধারণা বিকশিত হয়। আধুনিককালে সার্বভৌমত্ব আর রাজার বা কোন ব্যক্তির অসীম ক্ষমতা নয়, বরং এটি জনগণের চরম ক্ষমতা যা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে থেকে সরকারের মাধ্যমে প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হয়।

১০.১.৩ সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) চরম ও চূড়ান্ত– সার্বভৌমত্ব হল চরম ক্ষমতা। কারণ রাষ্ট্রের এ ক্ষমতার উর্ধ্বে আর কোন ক্ষমতা থাকে না। এ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র এর অভ্যন্তরস্থ সকল ব্যক্তি ও তাদের প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রের আদেশ ও নির্দেশ সকলের জন্য অবশ্য পালনীয়। কোন ক্ষমতাই রাষ্ট্রের এই ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

(২) স্থায়ীত্ব– সার্বভৌমত্ব চিরস্থায়ী ক্ষমতা। রাষ্ট্র যতদিন থাকবে ততদিন এ ক্ষমতা বহাল থাকবে। শাসকের পরিবর্তন হলেও সার্বভৌম ক্ষমতার কোন হেরফের হয় না বা কোন পরিবর্তন হয় না।

(৩) অবিভাজ্য– সার্বভৌমত্ব একক ও অভিন্ন। একে বিভক্ত করে বিভিন্ন হস্তে ন্যস্ত করা যায় না। বিভক্ত করলে সার্বভৌমত্বের বিনাশ ঘটে।

(৪) অহস্তান্তরযোগ্য– সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরযোগ্য নয়। একে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের হস্তান্তরের অর্থ সেই রাষ্ট্রের মৃত্যু হওয়া।

(৫) সার্বজনীন ও শাশ্বত– সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী ও চিরন্তন ক্ষমতা। রাষ্ট্রের সকল সংস্থা এর অধীন। এ ক্ষমতা চির অটুট। রাষ্ট্র থাকলে সার্বভৌমত্ব থাকবে। রাষ্ট্রের বিনাশ না হলে এর বিনাশ হয় না।

১০.১.৪ সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন রূপ

সার্বভৌমত্বকে প্রধানত তিনটি অবয়বে মোট ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল :

(ক) অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব– অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের সেই ক্ষমতাকে বুঝায় যা দ্বারা রাষ্ট্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রপ্রণীত আইনের প্রতি এ ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র আনুগত্য আদায় করে। আইন লঙ্ঘনের জন্য এ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র চরম দণ্ডবিধান করে থাকে।

বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব বলে রাষ্ট্র নিজ ভূখণ্ড রক্ষা ও অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীনভাবে সম্পর্ক রক্ষা করে। এ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থাকে এবং স্বাধীনভাবে সামরিক, কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করতে পারে।

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব একই সার্বভৌমত্বের দ্বিমুখী প্রকাশ মাত্র, সার্বভৌমত্বের দুটি ধরন নয়।

(খ) নামসর্বস্ব ও কার্যকর সার্বভৌমত্ব– যখন সার্বভৌম ক্ষমতা কোন ব্যক্তির নামে পরিচালিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তার কোন ক্ষমতা থাকে না তখন তাকে **নামসর্বস্ব সার্বভৌমত্ব** বলে। যেমন বৃটেনের রাজার নামে সার্বভৌমত্ব থাকলেও রাজা কোন কার্যকর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। তাই বলা হয়ে থাকে যে, রাজা রাজত্ব করেন শাসন করেন না। এরূপ সার্বভৌমত্বকে নামসর্বস্ব সার্বভৌমত্ব বলা হয়। অপরপক্ষে বাস্তবে যার দ্বারা সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটে তাকে **কার্যকর সার্বভৌম** বলে। যেমন বৃটেনের মন্ত্রীসভা প্রকৃত সার্বভৌম। কেননা বৃটেনের আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত বৃটিশ মন্ত্রীসভার কোন সিদ্ধান্তকে রাজা অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

(গ) আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব– কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার প্রতিফলন ঘটলে তাকে **আইনগত সার্বভৌমত্ব** বলে। আইনের মাধ্যমে যে চরম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে তাই আইনগত সার্বভৌমত্ব। এই আইনের দ্বারা ঘোষিত আদেশ কেউ অমান্য করতে পারে না। বৃটেনের রাজা সমেত পার্লামেন্ট এরূপ সার্বভৌমত্বের উদাহরণ। ইংল্যান্ডে এমন কোন আইন নেই যা পার্লামেন্ট পাস বা বাতিল করতে পারে না এবং এমন কোন কর্তৃপক্ষ নেই যা পার্লামেন্ট প্রণীত আইনকে বলবৎ করতে অস্বীকার করতে পারে।

অপরপক্ষে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বলতে আইনগত সার্বভৌমত্বের পিছনে অবস্থানকারী সেই কর্তৃপক্ষকে বুঝায় যার কর্তৃত্বকে চূড়ান্ত পর্যায়ে আইনগত সার্বভৌমত্ব আনুগত্য দিতে বাধ্য। এটি অখণ্ড প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন জনমত যা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। একে **জনগণের সার্বভৌমত্ব** বলে যা নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সেজন্য নির্বাচকমণ্ডলীর ক্ষমতাকে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বলে। সাধারণভাবে জনমত আকারে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রতিফলন ঘটে।

সার-সংক্ষেপ

সার্বভৌমত্ব অর্থ রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা। সার্বভৌম ক্ষমতা অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, নাম সর্বস্ব, কার্যকর, আইনগত ও রাজনৈতিক হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে কি বুঝায় ?
- ক.সীমিত ক্ষমতা
- খ. সরকারের চরম ক্ষমতা
- গ. রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা
- ঘ. সরকারের সীমিত ক্ষমতা

২। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য কোনটি ?
- ক. সার্বজনীন ও শাশ্বত
- খ. বাধ্যতামূলক
- গ. চূড়ান্ত নির্বাহী ক্ষমতা
- ঘ. ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারিতা

৩। সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান কোথায় ?
- ক. রাষ্ট্রের হাতে
- খ. সরকারের হাতে
- গ. আইনসভার হাতে
- ঘ. শাসন বিভাগের হাতে

পাঠ- ২ : সার্বভৌমত্বের একত্ববাদী তত্ত্ব ও বহুত্ববাদী তত্ত্ব

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- একত্ববাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বহুত্ববাদ বলতে কি বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বহুত্ববাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১০.২.১ সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ

রাষ্ট্রের চরম, সীমাহীন, সর্বোচ্চ ও একক ক্ষমতাকে সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ বলা হয়। এই মতবাদের মূলকথা হল সার্বভৌমত্ব একমাত্র রাষ্ট্রেরই একচেটিয়া ক্ষমতা। অন্য কোন সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের এই ক্ষমতাতে কোন অংশ নেই। এক বা একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রযুক্ত হতে পারে। বডিন, হব্স, বেন্থাম ও অষ্টিন একত্ববাদের সমর্থক। হব্সের মতে এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি যার বা যাদের নিকট প্রকৃতির রাজ্যের মানুষেরা, চুক্তি করে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দান করেছেন তারাই সার্বভৌম। অষ্টিনের লেখনীতে একত্ববাদের চরম প্রকাশ ঘটেছে। কারণ তার মতবাদে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রয়োগকারী হল একই সত্তা বা সমার্থক। তার মতে যিনি সমাজের অধিকাংশের নিকট থেকে স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করেন তিনিই সার্বভৌম। মোটকথা একত্ববাদ হল রাষ্ট্রের চরম, অসীম, অবিভাজ্য ও অহস্তান্তরযোগ্য একক ক্ষমতার মতবাদ।

১০.২.২ একত্ববাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা সমালোচনা

একত্ববাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগসমূহ উত্থাপন করা হয় :

১। একত্ববাদে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার নামে সার্বভৌমত্বের প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের চরম ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। আধুনিককালে সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাকে বুঝানো হয় এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম।

২। একত্ববাদে আইনগত সার্বভৌমত্বকে চরম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে লাস্কির মতে, "রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রভাবে আইনগত সার্বভৌমত্ব সংকুচিত হয়ে পড়ে।"

৩। একত্ববাদে সার্বভৌমের আদেশকে আইন মনে করা হয়েছে। বাস্তবে আইন শুধু আদেশই নয়, আবেদনও বটে। তাছাড়া সমাজে বহু রীতি-নীতি প্রচলিত থাকে যা কোন মতেই আইন নয়।

৪। একত্ববাদ স্বেচ্ছাচারী শাসনকে সমর্থন করে। এ ধরনের স্বেচ্ছাচার ব্যক্তির মৌলিক অধিকার এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

৫। বহুত্ববাদীরা একত্ববাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে বলেন, সার্বভৌম ক্ষমতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের ক্ষমতা নয়, রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যান্য সংস্থাগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠে এবং জনগণের জন্য কল্যাণকর কাজ করে বলে জনগণের নিকট থেকে তারাও আনুগত্য লাভ করে।

মেইটল্যান্ড, ক্রাবে, লাস্কি, লিন্ডসে প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ একত্ববাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। একত্ববাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে অধ্যাপক লাস্কি ক্ষোভের সাথে বলেছেন, "সার্বভৌমিকতার সমস্ত ধারণাকে বর্জন করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্থায়ী কল্যাণ হত।"

১০.২.৩ সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদ

রাষ্ট্রের একক সার্বভৌম ক্ষমতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দল ও সংস্থার সমর্থনে প্রচারিত মতবাদকে সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদ বলা হয়। বহুত্ববাদের মূলকথা হল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বহুবিধ সংঘ ও সংস্থাসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্মলাভ করে এবং মানুষের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণ করে। তারা রাষ্ট্রের

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এসব কাজ করতে গিয়ে তারা সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সুতরাং রাষ্ট্রের হাতে সার্বভৌমত্ব একচেটিয়াভাবে অবস্থান করে সেকথা ঠিক নয়। বহুত্ববাদীদের মতে সমাজের সংঘ ও সংস্থাগুলো সার্বভৌম। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং তা প্রয়োগ করে সদস্যদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতা সমস্ত সংঘ ও সংস্থার মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। ক্রাবে, লিন্ডসে, বার্কার, লাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বহুত্ববাদের সমর্থক।

১০.২.৪ বহুত্ববাদের সমালোচনা

বহুত্ববাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা সমালোচনাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১। সংঘ বা প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেও এগুলো রাষ্ট্রের সমকক্ষ হতে পারে না। তারা রাষ্ট্রের মধ্যে জন্মলাভ করে এবং রাষ্ট্রের সমর্থন ও অনুমোদনের উপর টিকে থাকে।

২। বহুত্ববাদ ধ্বংসাত্মক মতবাদ, গঠনমূলক নয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে বিভক্ত করলে রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩। রাষ্ট্র ও সংগঠনের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা বিভক্ত করলে সংগঠনগুলোর মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মীমাংসা করার কর্তৃপক্ষের অভাব দেখা দিবে। আর যে মীমাংসা করার ক্ষমতা পাবে সে রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করবে।

বহুত্ববাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হলেও এই মতবাদ একবারে গুরুত্বহীন নয়। বহুত্ববাদীদের মতবাদের ফলেই ব্যক্তির অধিকার এবং বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রের একচেটিয়া ও অসীম ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রচারিত বহুত্ববাদী মতবাদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহঅবস্থানের নীতিকে জোরদার করেছে।

সার-সংক্ষেপ

সার্বভৌমত্বের ধারণা মধ্যযুগে দানা বেধে উঠে এবং আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের লেখনীতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ লাভ করে। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো হল, এটি চরম ও চূড়ান্ত, স্থায়ী ও অবিভাজ্য। সার্বভৌমত্বের দুটি মত প্রচলিত– একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ। দুটির কোনটিই গুরুত্বহীন নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায় ?
- ক. রাষ্ট্রের চরম ও সীমাহীন ক্ষমতা
- খ. সরকারের চরম ক্ষমতা
- গ. জনগণের চরম ক্ষমতা
- ঘ. নির্বাচকমন্ডলীর চরম ক্ষমতা

২। সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদ বলতে কি বুঝায় ?
- ক. বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষমতা
- খ. বহু জনের ক্ষমতা
- গ. বিভিন্ন সংস্থার ক্ষমতা
- ঘ. বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্ষমতা

পাঠ- ৩ : সার্বভৌমত্বের ধারণা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা হব্‌স, লক, রুশো, বদিন, অস্টিন ও লাস্কির সার্বভৌমত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১০.৩.১ সার্বভৌমত্বের ধারণা

(ক) হব্‌সের মতবাদ– হব্‌স তার সামাজিক চুক্তির দ্বারা নিরংকুশ ও চরম ক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌমের সৃষ্টি করেন। তাঁর মতে, "সার্বভৌম এমন এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিমণ্ডলী যাকে এক বিরাট জনসমষ্টি পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের কাজের মালিক করেছে যার ফলে তিনি তাদের শান্তি ও সাধারণ প্রতিরক্ষার জন্য তাদের ক্ষমতা ও সামর্থ্যকে যেমন খুশি তেমনভাবে কাজে লাগাতে পারেন।" তার সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ চরম ও সীমাহীন ক্ষমতার মালিক। তিনি আইন প্রণয়নের মালিক এবং তিনি আইনের ব্যাখ্যা দিবেন। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ আইনের অধীন নন। শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারাও তিনি সীমিত নন। তিনি প্রাকৃতিক আইনেরও ঊর্ধ্বে। তিনি আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার ক্ষমতার মালিক। রাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনীর নিয়ন্ত্রণকর্তা তিনি। তিনি ট্যাক্স ধার্য করবেন এবং মালিকানা নিরুপণ করবেন। তাঁর সার্বভৌমের এত বিপুল ক্ষমতার কারণে জনগণের কোন ইতিবাচক স্বাধীনতা বা অধিকার থাকে না। সার্বভৌম যে ক্ষেত্রে ছাড় দিবেন কেবল সেক্ষেত্রেই জনগণের নেতিবাচক স্বাধীনতা ভোগের অধিকার থাকবে।

(খ) লকের মতবাদ– জন লক সার্বভৌমত্ব বলতে একটি সামাজিক শক্তিকে বুঝিয়েছেন। আর এই শক্তি বলতে তিনি আইন প্রণয়ন ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন। সামাজিক শক্তি বলতে বুঝায় আইন প্রণয়ন, সম্পত্তি রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বস্বার্থে সম্প্রদায়ের শক্তি প্রয়োগ করে ঐগুলিকে বলবৎকরণের শক্তি। সুতরাং বুঝা যায় যে, সরকারের যে সংস্থার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রকাশ ঘটবে তাই সার্বভৌম। তবে তিনি সীমিত সরকারের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য সরকারের বা সরকারের কোন বিভাগের সীমাহীন ক্ষমতা সমর্থন করেন নাই। বরং ক্ষমতাকে একটা আমানত মনে করেছেন। তাই আইন প্রণয়নকারী সংস্থার প্রাধান্যের কথা বললেও এর সীমাবদ্ধতাও উল্লেখ করেন এবং জনগণই চূড়ান্ত সার্বভৌম একথা জোরেসোরে প্রচার করেন। লকের আইন পরিষদ সার্বভৌম। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, এটা জনগণের জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, আইন পরিষদ স্বেচ্ছামূলক আইনের দ্বারা শাসন করতে পারবে না, বরং সুচিন্তিতভাবে রচিত স্থায়ী আইনের দ্বারা শাসন করবে। তৃতীয়ত, আইন পরিষদ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জনগণের উপর ট্যাক্স ধার্য করতে পারবে না। চতুর্থত, আইন পরিষদ জনগণের নিকট থেকে ক্ষমতা লাভ করে। তাই জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারবে না। সুতরাং জন লকের মতে জনগণই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক।

(গ) রুশোর মতবাদ– ফরাসী দার্শনিক রুশো গণসার্বভৌমত্বের সমর্থক। চুক্তির মাধ্যমে জনগণ যে সাধারণ ইচ্ছার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে তাই সার্বভৌম। সাধারণ ইচ্ছা সকলের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। এই হিসেবে এটা জনগণের সার্বভৌমিকতা। এই সার্বভৌমিকতা চরম, অবিভাজ্য, অহস্তান্তরযোগ্য, স্থায়ী ও অসীম। হব্‌সের সার্বভৌমত্বও চরম ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তবে রুশোর সার্বভৌমিকতার সাথে তার পার্থক্য এই যে, হব্‌সের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি কিন্তু রুশোর ক্ষেত্রে জনসাধারণ সার্বভৌমিকতার অধিকারী। লকের গণসার্বভৌমত্ব ও হব্‌সের সর্বাত্মক সার্বভৌমত্বের সংমিশ্রণ রুশোর মতবাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। রুশোর সর্বভৌমত্ব সক্রিয় ও সার্বক্ষণিক। তাছাড়া সার্বভৌমত্ব প্রতিনিধিত্বশীল নয়। কেননা সাধারণ ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব সম্ভব নয়। রুশো বলেন, "সার্বভৌমের কোন মাধ্যমিক আকার নাই।"

রুশোর সার্বভৌমত্ব সর্বাত্মবাদ ও নিয়মতন্ত্রবাদের সংমিশ্রণ। কারণ সাধারণ ইচ্ছা যদিও চরম ও চূড়ান্ত তথাপিও সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ জনগণের ইচ্ছা বা স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করতে পারবে না, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে এবং সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় নয় এমন কোন প্রতিবন্ধকতা আরোপ করবে না। আর এটি সম্ভব এ কারণেই যে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষতো জনগণ। সুতরাং সার্বভৌমত্ব কোন মতেই জনমতের বিরোধী নয়। এই ক্ষমতা ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই

ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নয়। জনগণ এই ক্ষমতা পরিবর্তন করে অন্যের হাতে দিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে না। দ্বিতীয়ত এই ক্ষমতা অবিভাজ্য। কারণ সাধারণ ইচ্ছা বিভক্ত করা যায় না। তৃতীয়ত সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধিত্ব চলে না। চতুর্থত সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ হিসেবে সার্বভৌমত্ব অভ্রান্ত। কেননা জনগণের দ্বারাই এ ক্ষমতা পরিচালিত হয়। এটা শাশ্বত ও চূড়ান্ত ক্ষমতা।

(ঘ) বডিনের মতবাদ– সার্বভৌমত্বের তত্ত্বই বডিনের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান। বডিনই প্রথম দার্শনিক যিনি সার্বভৌমত্বের আইনগত ভিত্তি রচনা করেন। সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা দিয়ে তিনি বলেন, "সার্বভৌমত্ব হল নাগরিক ও প্রজার উপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা, যা আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।" তিনি মনে করেন যে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের ভিতরে আদেশ দানের চরম ও স্থায়ী ক্ষমতা। বডিনের সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে সার্বভৌমত্বের যে বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে : (১) সার্বভৌম ক্ষমতা চরম ও চূড়ান্ত, (২) এটা স্থায়ী ক্ষমতা, (৩) এ ক্ষমতা আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, (৪) এ ক্ষমতা আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতার অধিকারী, এবং (৫) এই ক্ষমতা সার্বজনীন, অবিচ্ছেদ্য এবং অহস্তান্ত রযোগ্য। তবে তিনি মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি বলে কতকগুলি ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করেছেন। এগুলো হল (ক) ঐশ্বরিক আইন ও প্রাকৃতিক আইনের সীমাবদ্ধতা, (খ) উত্তরাধিকার সংক্রান্ত স্যালিক আইনের সীমাবদ্ধতা এবং (গ) ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারস্পরিক চুক্তির সীমাবদ্ধতা।

বডিন আধুনিক সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের প্রবক্তা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই জটিল বিষয়ের উপর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে মধ্যযুগীয় প্রভাবের কারণে তার মধ্যে সংশয় ও স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা গেলেও সার্বভৌমিকতার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি হব্স ও অস্টিনের যোগ্য পূর্বসুরী হিসেবে রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন।

(ঙ) অস্টিনের মতবাদ– ১৮৩২ সালে 'লেকচার অন জুরিসপ্রুডেন্স' গ্রন্থে অস্টিন সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, "যদি কোন সুনির্দিষ্ট উর্ধ্বতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ সমাজের অধিকাংশ লোকের নিকট থেকে স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করেন তা হলে সেই সমাজে উক্ত সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষই সার্বভৌম। আর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিয়ে গঠিত সমাজ হল স্বাধীন ও রাজনৈতিক সমাজ।" অস্টিন একত্ববাদী সার্বভৌমত্বের সমর্থক। তার সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায় : (ক) প্রত্যেক রাজনৈতিক সমাজে এক ব্যক্তি সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করবে, (খ) সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট, (গ) সেই সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ আর কারও কাছে আনুগত্য দিবে না, (ঘ) সার্বভৌমের আদেশই আইন এবং (ঙ) সার্বভৌম একক সত্তা। অস্টিন বর্ণিত সার্বভৌমত্ব হল চরম, অসীম, অহস্ত ান্তরযোগ্য, অবিভাজ্য, সর্বব্যাপক এবং শাশ্বত। এজন্য তার সার্বভৌমত্বকে একত্ববাদী সার্বভৌমত্ব বলা হয়।

(চ) লাস্কির মতবাদ– লাস্কি সার্বভৌমিকতার বহুত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তার মতে সমাজে বিরাজমান সংস্থা ও সংগঠনগুলো স্বাধীনভাবে জন্ম লাভ করে এবং তাদের সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। তিনি আইনগত সার্বভৌমত্বের তীব্র সমালোচক ছিলেন এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা বা নির্বাচকমণ্ডলীর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তার মতে সার্বভৌম ক্ষমতা অসীম কিংবা একক নয় বরং এই ক্ষমতা নিয়মতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল। তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণার বিপরীতে আন্ত র্জাতিক নির্ভরশীলতার কথা বলেন। তার মতে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষমতা আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী। তাই তিনি মন্তব্য করেন, "সার্বভৌমত্বের সমস্ত ধারণাকে বর্জন করলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্থায়ী মঙ্গল হত।"

সার-সংক্ষেপ

সার্বভৌমত্বের ধারণা সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্য যুগ বন্ধ্যা ছিল। আধুনিক যুগে এ ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। সার্বভৌম ক্ষমতার মূল প্রবক্তা হলেন– হব্স, লক, রুশো, বডিন, অস্টিন, লাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ। এদের মধ্যে কেউ কেউ সার্বভৌমত্বকে চরম ও অবিভাজ্য বলেছেন। আবার লাস্কি একে বিভিন্ন সংস্থার ক্ষমতা বলে মতামত দিয়েছেন।

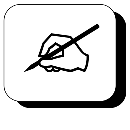

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চরম সার্বভৌমত্বের প্রবক্তা কে ?

ক. হব্‌স   খ. লক

গ. রুশো   ঘ. লাস্কি

২। জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রবক্তা কে কে ?

ক. হব্‌স্ ও লক   খ. লক ও রুশো

গ. রুশো ও লাস্কি   ঘ. অস্টিন ও লক

পাঠ- ৪ ঃ প্রকৃত গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্বের স্বরূপ

উদ্দেশ্য ঃ এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবে,
- জনগণের সার্বভৌমত্ব বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবে এবং
- রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের সম্পৃক্ততা এবং জনগণের নিকট সরকারের জবাবদিহিতা বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১০.৪.১ প্রকৃত গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্বের স্বরূপ

গণতন্ত্র বলতে এমন এক ধরনের সরকারকে বুঝায় যেখানে রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, সমস্ত জনগণ আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার কাজে জড়িত থাকে। বরং জনগণ তাদের ক্ষমতা একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য সরকারের নিকট অর্পণ করে। আর সরকার জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের স্বার্থের অনুকূলে আইন-প্রণয়ন, শাসন ও কল্যাণমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে। সরকার জনগণের নিকট দায়ী থাকে। সরকার জনগণের নিকট এক ধরনের অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। তাই অঙ্গীকারের পরিপন্থী কাজ করলে জনগণ পরবর্তী নির্বাচনে তাদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে না। সরকার জনগণের পক্ষে সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করে জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত একটি আমানত হিসেবে। প্রকৃত গণতন্ত্রে যেখানে জনগণ সার্বভৌম সেখানে সরকার কোন স্থায়ী ক্ষমতা ভোগ করে না। বরং মাঝে মাঝে ক্ষমতার নবায়ন ঘটে এবং এই নবায়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতিফলন ঘটে।

১০.৪.২ জনগণের সার্বভৌমত্ব

জনগণের সার্বভৌমত্ব বলতে সাধারণত বুঝানো হয়ে থাকে যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত। কিন্তু এই ধারণাটি অনেকটা অস্পষ্ট একারণে যে, কোন দেশেই প্রকৃতপক্ষে জনগণ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে না। জনগণের একটা মুষ্টিমেয় অংশ যারা সরকার গঠন করে তারাই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সাধারণ সময়ে জনগণের সার্বভৌমত্ব বলতে জনমত বা নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার গঠনের বা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা বুঝায়। আর অস্বাভাবিক অবস্থায় বিপ্লব বা আন্দোলনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সূচিত করার মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতিফলন ঘটে। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় জনগণের সার্বভৌমত্ব বলতে নির্বাচকমণ্ডলীর ক্ষমতাকে বুঝানো হয়। অধ্যাপক গার্নার বলেন, **"জনগণের সার্বভৌমত্ব হল সার্বজনীন ভোটাধিকারের স্বীকৃতি আছে এরূপ রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকমণ্ডলীর ক্ষমতা।"** জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রকৃত অর্থ হল গণনিয়ন্ত্রণ। গণভোট, গণউদ্যোগ ও জনমত নির্ধারণ ব্যবস্থার মাধ্যমেও গণনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিশ্চিত হতে পারে।

১০.৪.৩ রাষ্ট্র পরিচালনায় গণ-সম্পৃক্ততা ও সরকারের জবাবদিহিতা

জনগণের সার্বভৌমত্ব কথাটি যতই অস্পষ্ট হোক না কেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এর গুরুত্ব খুব বেশি। যে দেশের অধিকাংশ জনগণ প্রকৃত গণতান্ত্রিক অবকাঠামোর মধ্যে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে অর্থাৎ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, সরকারী দলের সদস্য হিসেবে বা বিরোধী দলের সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে সে দেশে জনগণের হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা অবস্থান করে। অর্থাৎ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ যত বেশি থাকে ততই জনগণের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। আর জনগণের সার্বভৌমত্বের ব্যাপারটিও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের মাত্রার উপর গণসার্বভৌমত্বের মাত্রা নির্ভরশীল।

যখন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে তখন সরকার জনগণের নিকট জবাবদিহি করে। জনগণকে উপেক্ষা করে শাসনকার্য পরিচালনা করার কুফল ও বিপদ সম্পর্কে সরকার সজাগ থাকে। সরকার জনগণের ইচ্ছা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে। জনগণের চাহিদা ও আকা ক্ষা অনুযায়ী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আবার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থাও করা হয়। তারপর গণপ্রতিনিধিদের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। এ সবই জনগণের নিকট সরকারের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা। তাছাড়া জনগণের নিকট দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা আছে বলেই নির্বাচনের পূর্বে জনগণের নিকট দলীয় কর্মসূচি তুলে ধরতে হয়। এসব কর্মসূচিকে গ্রহণ করে জনগণ

কোন দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলে সেগুলিকে জনগণের নিকট থেকে নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করে সততার সাথে বাস্তবায়িত করতে হয়। এতে জনগণের ক্ষমতা ও সরকারের জবাবদিহিতা কার্যকর হয়। যেখানে সরকার সবকিছুকে উপেক্ষা করে শাসনকার্য পরিচালনা করে সেখানে সরকার হয় স্বৈরাচারী এবং জনগণ হয় সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। সেখানে জনগণ সচেতন হয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করতে পারবে। কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে বিরাজ করে এবং অন্তর্বর্তীকালীন ও সাধারণ নির্বাচনে জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতিফলন ঘটে বলেই সরকারের সীমিত ক্ষমতা ও জনগণের সার্বভৌমত্বের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে না।

সার-সংক্ষেপ

প্রকৃত গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে। ভোটাধিকারের মাধ্যমে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকলে সরকার জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়। জনগণের সার্বভৌমত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা যেখানে স্বচ্ছ সেখানে বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা কার নিকট থাকে ?
- ক. রাষ্ট্রের হাতে
- খ. নির্দিষ্ট পরিবারের
- গ. জনগণের হাতে
- ঘ. নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে

২। সরকারের জবাবদিহিতা আদায়ের উপায় কি ?
- ক. নির্বাচন
- খ. জনগণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান
- গ. অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন
- ঘ. সাধারণ নির্বাচন

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

২। সার্বভৌমত্ব কি ? –১০.১.১

৩। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য কি কি ? –১০.১.৩

৪। প্রকৃত গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্বের স্বরূপ কি ? –১০.৪.১

৫। জনগণের সার্বভৌমত্ব বলতে কি বুঝায় ? –১০.৪.২

রচনামূলক উত্তরের প্রশ্ন

৬। সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা দিন। সার্বভৌম তত্ত্বের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করুন। – ১০.১.১ ও ১০.১.২

৭। বিভিন্ন প্রকার সার্বভৌমত্বের বিবরণ দিন। –১০.১.৪ (ক, খ ও গ)

৮। সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ কি? একত্ববাদের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদীদের সমালোচনাগুলো বর্ণনা করুন। –১০.২.১ ও ১০.২.২

৯। সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদ কি? বহুত্ববাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো আলোচনা করুন। –১০.২.৩ ও ১০.২.৪

১০। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে হব্‌স, লক, রুশো ও বদিনের মতবাদ ব্যাখ্যা করুন। –১০.৩.১ (ক,খ,গ ও ঘ)

১১। রাষ্ট্র পরিচালনায় গণ-সম্পৃক্ততা ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের উপায় বর্ণনা করুন। –১০.৪.৩

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। গ, ২। ক, ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। ক, ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। ক, ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। গ, ২। খ